চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী

চিনিকলের নামঃ কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড।

অবস্থানঃ দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৩৮ ইং

চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি (সকল যন্ত্রপাতির ছবিসহ)

#

কল এলাকার মোট আয়তনঃ ৯৫৪ বর্গ কি: মি:।

মোট চাষের জমির পরিমাণঃ ৮৮১২৩ হেক্টর।

চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কিকি (ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট ইত্যাদি-ছবিসহ)?

- উল্লেখিত সকল খাতে চিনি বিক্রয় চলমান। তবে ডিলার পর্যায় সদর দপ্তরে হতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে চাহিদার ভিত্তিতে ডিলারগণ নগদ মূল্যে (ডিডি/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে) চিনি উত্তোলন করে থাকেন। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদার ভিত্তিতে সদর দপ্তর কর্তৃক বরাদ্দের বিপরীতে নগদ মূল্যে (ডিডি/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে) চিনি বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও ফ্রি-সেল খাতে ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি, ২ কেজি প্যাকেট ও ৫০ কেজির বস্তা চলমান দরে চিনি বিক্রয়করা হয়।

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

 # চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণরে প্রস্তাবনা সমূহ কি কি?

চিনি কারখানা বিভাগঃ

- চিনি কারখানাটি ১৯৩৮ সালে স্থাপিত। এর যন্ত্র-যন্ত্রাংশ পুরাতন প্রযুক্তির। বর্তমানে স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহ করা কঠিন। তবুও ব্যয় বহুল মেইনটেন্যান্স করে চিনি কারখানাটির উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে প্রচুর জনবল প্রয়োজন হয়। ফলে উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। এছাড়া ২০০৮-০৯ আখ মাড়াই মৌসুম হতে মিল এলাকায় আখের আবাদ অনেক কমে যায়। আমরা আখের আবাদ বৃদ্ধিতে ক্রমাগত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। চাষীরা আখ আবাদে আবার ঝুকছে। আখের আবাদ বৃদ্ধি পেলে পুনরায় উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার অর্জিত হবে।

- চিনি কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণে বিএমআর অব কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর দ্বারা চিনি কারখানাটির আধুনিকায়ন সম্ভব হবে ও উৎপাদন ক্ষমতা স্বাভাবিক হবে।

ইক্ষু বিভাগঃ

সমস্যাসমূহঃ

- শিল্প পণ্য হিসেবে আখ চাষে চাষি কর্তৃক গ্রহনকৃত ঋণের ওপর সুদের হারের পরিমাণ বেশী হওয়া।
- দীর্ঘমেয়াদী আখ ফসল চাষে চাষির অনীহা।
- আখ চাষে উৎপাদন খরচের তুলনায় লাভ কম হওয়া।
- উচ্চ ফলনশীল ও অধিক চিনি সমৃদ্ধ আখের জাতের অভাব।
- আগাম আখ চাষ কমে যাওয়া।
- প্রান্তিক চাষির সংখ্যা বেশী হওয়া।
- প্রশিক্ষত জনবলের অভাব।
- আখ চাষ উপযোগী জমিতে আখ চাষ না হওয়া।

উত্তোরণের উপায়ঃ

- আখ ফসলকে কৃষিপণ্য হিসেবে গন্য করা।
- আগাম আখ চাষে চাষিদের প্রনোদনার ব্যবস্থা নেয়া।
- উচ্চ ফলনশীল ও অধিক চিনি সমৃদ্ধ আখের জাত উদ্ভাবন করা।
- সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া।
- বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন।

চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধি কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল? আর কি কি করণীয়?

চিনিকলের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণসমূহঃ

- মাঠ পর্যায়ে চাষিদের সাথে নিবিড় সম্পর্কের অভাব।
- এনালগ পদ্ধতিতে আখের ওজন নিয়ে চাষিদের মধ্যে অসন্তোষ।
- ডিলার ও বিভিন্ন মাধ্যমে সংগ্রহকৃত সারের বস্তায় সার ও কীটনাশকের পরিমানে কম হওয়া।
- আখের মূল্যের টাকা প্রাপ্তির জন্য মিল হেডকোয়ার্টারে এবং ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করা।
- উচ্চফলনশীল আখের জাতের অভাবে আশানুরূপ ফলন না পাওয়া।
- অন্যান্য ফসলের তুলনায় আখের মূল্য কম থাকা।
- কেন্দ্রে আখ সরবরাহে পূর্জি প্রদানে মধ্যসত্ব ভোগীদের প্রভাব থাকা।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগঃ

- মাঠ ও গৃহপরিদর্শন,ব্যক্তিগত যোগাযোগ,দলীয় সভার মাধ্যমে চাষিদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন।
- ১০০% ডিজিটাল ওজন যন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে আখের ওজন নিয়ে চাষিদের মধ্যে অসন্তোষ দূরীকরণ।
- সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত/অনুমোদিত সংস্থা ও সরাসরি সার ও কীটনাশক কারখানা থেকে সার সংগ্রহ করে গুনগতমান সম্পন্ন সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা।
- রোপা পদ্ধতি ও মুড়ি আখ চাষে চাষিদের ভর্তুকি প্রদান করা।
- ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মোবাইলের মাধ্যমে চাষিদের আখের মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া।
- ইলেকট্রনিক গেজেট প্রণয়নের মাধ্যমে চাষিদের পূর্জি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া।
- চাষিদের দাবি অনুযায়ি আখের মূল্য সমন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা।

স্থানীয়ভাবে আখ চাষ বৃদ্ধিতে কিকি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল? আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

স্থানীয়ভাবে আখ চাষ বৃদ্ধিতে গ্রহণকৃত উদ্যোগ সমুহঃ

- ব্যক্তিগত যোগাযোগ,উঠান বৈঠক, খামার ও গৃহ পরিদর্শন,দলীয় সভা ও চাষি সম্মেলন এর মাধ্যমে চাষিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরী করা হয়েছে।
- চাষির চাহিদা অনুযায়ি গুনগতমান সম্পন্ন বীজ, সার,কীটনাশক ও নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।
- রোপা পদ্ধতি ও মুড়ি আখ চাষে চাষিদের ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রদর্শনী ক্ষেত স্থাপন করে আখের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির প্রযুক্তিগত বিষয়ে চাষিদের সম্যক ধারনা দেয়া হচ্ছে।
- আখ চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে চাষিদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- আখের সাথে পদ্ধতিগত সাথী ফসল চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।
- বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণে চাষিদের সম্পৃক্তকরণ।

আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- আগাম আখ চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ বৃদ্ধির জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।
- প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ভর্তুকি প্রদান করা যেতে পারে।
- আখ ফসলকে কৃষিপণ্য হিসেবে গন্য করে বিনিয়োগকৃত ঋণের ওপর সুদের হার কমানোর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
- উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ চিনি সমৃদ্ধ আখের জাত বিস্তার করা।

ইক্ষু খেত হতে চিনিকল সমূহ যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের?এ বিষয়ে চিনিকল এর পক্ষ হতে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবি সহ)?

- ইক্ষু খেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগের রাস্তা সমূহ মোটামুটি উন্নতমানের। চলতি মাড়াই মৌসুমে পল্লী সড়ক উন্নয়ন মঞ্জুরী ও পল্লী সড়ক মেরামত মঞ্জুরী ফান্ড হতে ৫২ লক্ষ টাকা দিয়ে ৩০টি প্রকল্প ইট দ্বারা HBB করণ ও ইট দ্বারা সোলিং করণ করার জন্য টেন্ডার মাধ্যমে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়াও ইক্ষু খেত হতে কেন্দ্রে আখ পরিবহনের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক ছাই, ব্যাটস ও মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ, রাস্তার পাড় বাধা এবং লেবেল ড্রেসিং করণ। লেবার ও ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত করা হয়েছে।

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধিতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবি সহ)?

আখ ওজন পদ্ধতিঃ সকল ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ডিজিটাল ওজন যন্ত্রের মাধ্যমে আখ ক্রয় করা হচ্ছে।

লোডিং সিষ্টেমঃ টেন্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদারের দিয়ে আখ লোডিং করা হয়।

পরিবহণ পদ্ধতিঃ চিনিকলের নিজস্ব পরিবহনে স্বল্প সময়ে আখ পরিবহনের জন্য পাকা রাস্তা দিয়ে আখ সরবরাহ করা হয়।

 # চিনি বিপণনে সমূস্যাসমূহ কি কি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

- চিনি বিক্রয়ের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে বে-সরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত র-সুগার, বে-সরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত সুগারের মূল্য কম এবং আমাদের উৎপাদিত চিনির মূল্য বেশি থাকার কারনে আমাদের চিনি বিক্রয় হচ্ছে না। তাই বে-সরকারি পর্যায়ে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি পূর্বক চিনির মূল্য বৃদ্ধি করলে একদিকে সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে সরকারি চিনিকলের উৎপাদিত চিনি বিক্রি হবে। এছাড়া র-সুগার একমাত্র সরকারি সুগার প্রতিষ্ঠান BSFIC এর মাধ্যমে আমদানি করা যেতে পারে। এতে করে ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সরকার লাভবান হবে এবং বেঁচে যাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চিনি কলগুলো ।

চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ।

- **কৃষি খামারের জমির হিসাবঃ**

১) মোট জমির পরিমাণ	-- ৩,০৫৫.৮৪ একর	৫) বনাঞ্চল	--১৫৫.৯৬ একর
২) আখ আবাদযোগ্য জমি	-- ২,৩৪০.০০ ”	৬) অফিস, নদী-নালা, রাসত্মা-ঘাট ইত্যাদি	-- ২৯৫.৪০ ”
৩) অন্যান্য ফসল আবাদ যোগ্য জমি	-- ৬৮.০০ ”	৭) ম্যাপ/বস্নক বহির্ভূত ও বিচ্ছিন্ন জমির পরিমাণ	-- ৫৭.৪৮ ”
৪) মোট আবাদযোগ্য জমি	-- ২,৪০৮.০০ ”	৮) ঘোলদাড়ী খামারে বেদখলকৃত জমি	-- ১৩৯.০০ ”

- **খামারের ৫ বছরের আখ উৎপাদন ও ব্যবহারঃ**

মাড়াই মৌসুম	আখ আবাদকৃত জমিরপরিমান (একর)	মোট আখ উৎপাদন (মেঃ টন)	একর প্রতি উৎপাদন (মেঃ টন)	বীজ ব্যবহার নিজেস্ব (মেঃ টন)	বীজ সরবরাহ (মেঃ টন)	মিলে সরবরাহ (মেঃ টন)
২০১৪-১৫	১১৭৭.০০	১৮৩০৭.০০	১৫.৫৫	২৯২৯.০০	১০০.০০	১৫২৭৮.০০
২০১৫-১৬	১২৬৫.০০	১৮৪৩০.০০	১৪.৫৬	৩৭৫০.০০	৬৫০.০০	১৪০৩০.০০
২০১৬-১৭	১৯০০.০০	২৮৪৩৫.০০	১৪.৯৭	২৪০০.০০	২৫০.০০	২৫৭৮৫.০০
২০১৭-১৮	১৬৩৬.০০	২৬৫৮৩.০০	১৬.২৫	২৮৮২.০০	১৭১.০০	২৩৫৩০.০০
২০১৮-১৯	১৫০০.০০	২৬৫৬১.০০ (সম্ভাব্য)	১৭.৭০	২৯০০.০০	৮৬১.০০	২২৮০০.০০ (সম্ভাব্য)

কেরুজ চিনিকলের চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে খামার সমূহকে লাভজনক করার জন্য লীজ প্রথা বাতিল করে খামারের জমিতে নিজেস্ব তত্ত্বাবধানে স্বল্প মেয়াদী ফসল আবাদের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। বিগত ২০১৬-১৭ মৌসুমে কেরুজ কৃষি খামারে ৩১২.০০ একর জমিতে মিষ্টি কুমড়া আবাদ করে ১০৯৪৮০০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা আয় হয়। ২০১৭-১৮ মৌসুমে ৮০.০০ একর জমিতে ধান, ১০.০০ একর জমিতে ইরি কলাই, ৫০.০০ একর জমিতে মশুর, ২৬.০০ একর জমিতে তিল, ১০.০০ একর জমিতে পাট ও ২৮২.০০ একর জমিতে ধৈঞ্চা আবাদের মাধ্যমে প্রায় ৪৭০০০০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা আয় হয়। চলতি ২০১৮-১৯ মৌসুমে ৪৪৭.০০ একর জমিতে মিষ্টি কুমড়া, ৩৩৬.০০ একর জমিতে মশুর, ২২.০০ একর জমিতে ধনিয়া, ১৪৩.০০ একর জমিতে ধান, ২০.০০ একর জমিতে গ্রীষ্মকালীন মুগ, ১৩.০০ একর জমিতে কলাই, ১০.০০ একর জমিতে মাস কলাই, ৬.০০ একর জমিতে আলু, ১০.০০ একর জমিতে সবজী চাষ এবং ২৫.০০ একর জমিতে আখের সাথে সাথী ফসল হিসাবে সরিষা আবাদ ও সরিষার সাথে মৌমাছি চাষের মাধ্যমে ২২৩০০০০০/- (দুই কোটি তেইশ লক্ষ) টাকা সম্ভাব্য আয় হবে।

 পরীক্ষামূলক খামারের জমির হিসাবঃ

০১।	মোট জমির পরিমাণঃ	২৯১.৭২ (একর)
০২।	আখ আবাদযোগ্য জমিঃ	২৫৬.৭৫ (একর)
০৩।	অন্যান্য ফসল আবাদযোগ্য জমিঃ	-
০৪।	মোট আবাদযোগ্য জমিঃ	২৫৬.৭৫ (একর)
০৫।	বনাঞ্চলঃ	২০.৫৫ (একর)
০৬।	অফিস, নদী-নালা, জৈব সার কারখানা, রাস্তাঘাটঃ	১৪.৪২ (একর)
০৭।	ম্যাপ/বস্নক বহির্ভূত ও বিচ্ছিন্ন জমির পরিমাণঃ	-

চিনিরবাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

কি কি বাই-প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়? বিগত ১০ বছরের উৎপন্ন বাই প্রোডাক্টউৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?

 উৎপাদিত বাই-প্রোডাক্টঃ ১) মোলাসেস, ২) প্রেস মাড

মাড়াই মৌসুম	মোলাসেস			প্রেস মাড			মোট আয়	
	উৎপাদন (মেঃটন)	বিক্রয় (মেঃটন)	আয়ের পরিমান (লক্ষ টাকা)	উৎপাদন (মেঃটন)	বিক্রয় (মেঃটন)	আয়ের পরিমান (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
২০০৮-০৯	৩৬২৩	৩৬২৩	৩২৬.০৯	২২৫৭	১১২৫	৫.৬৩	৩৩১.৭২	
২০০৯-১০	৩৮৮০	৩৮৮০	৯১১.৬৮	২৪৪৪	১২৫০	৬.২৫	৯১৭.৯৩	
২০১০-১১	৪৫৮৬	৪৫৮৬	১৩২৯.৯৮	২৯০২	১৫০০	৭.৫০	১,৩৩৭.৪৮	
২০১১-১২	২৫৩৪	২৫৩৪	৬৩৩.৫১	১৫৯৫	৭৫০	৩.৭৫	৬৩৭.২৬	
২০১২-১৩	৩১৩২	৩১৩২	৬২৬.৩৫	১৯৮৭	৯৫০	৪.৭৫	৬৩১.১০	
২০১৩-১৪	৪৬৭৭	৪৬৭৭	৭৪৮.৩২	২৯৮৩	২৫০০	১২.৫০	৭৬০.৮২	
২০১৪-১৫	৩৮১৮	৩৮১৮	৬৮৭.৩	২৪১৭	২৪১৭	৭.২৫	৬৯৪.৫৫	
২০১৫-১৬	২৮৭০	২৮৭০	৪৮৭.৯	১৭৯৪	১৭৯৪	৫.৩৮	৪৯৩.২৮	
২০১৬-১৭	৩১৩৪	৩১৩৪	৬৮৯.৫২	১৯৬৪	১৯৬৪	৫.৮৯	৬৯৫.৪১	
২০১৭-১৮	৩১৪১	৩১৪১	৭০২.২৪	১৯৬৩	১৯৬৩	৫.৮৯	৭০৮.১৩	

দক্ষ জনবল তৈরিতে গৃহীত উদ্যোগ সমূহ কি কি?

 দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সদর দপ্তরের নির্দেশনামতে প্রতি বছর কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও কৃষি বিভাগে কর্মরত কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । উল্লেখ্য সূত্র নং: কেরু/প্রশা/বিবিধ-১১/২৮৩, তারিখ: ২৭-০৭-২০১৩খ্রিঃ মোতাবেক অত্র মিলের চিনি কারখানা ও ডিস্টিলারী কারখানায় কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদেরকে উৎপাদন কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অপারেশন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ধারনা ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ২৯-০৬-২০১৩ হতে ০১-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩০(ত্রিশ) জন শ্রমিক কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । তাছাড়া সূত্র নং : কেরু/প্রশা/বিবিধ-১১/১৩৫৩, তারিখ: ০১-১১-২০১৭খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক কর্মকর্তাদের চাকুরীকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ও সূত্র নং:কেরু/প্রশা/বিবিধ-১১/৩৬২৭,তারিখ:২৯-০৪-২০১৭খ্রিঃ ও কেরু/প্রশা/বিবিধ-১১/৮৬১, তারিখ: ০১-১০-২০১৭খ্রিঃ এবং কেরু/প্রশা/বিবিধ-১১/২৯৬৫, তারিখ: ২৪-০৩-২০১৮খ্রিঃ মোতাবেক কৃষি বিভাগের সিডিএ/সিআইসি দের ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য কিকি সুযোগ সুবিধা রয়েছে?

- চিনি কলের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত,আবাসন, টিফিন, ধোলাই ভাতা, অধিকাল ভাতা, বোনাস, বৈশাখী ভাতা প্রদান করা হয়।

চিনিকলে সিবিএ'র সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্যা কত?

- অত্র প্রতিষ্ঠানের সিবিএ'র সংখ্যা -০১ এবং সদস্য সংখ্যা -১৩।

চিনিকল হতে প্রতি বছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)।

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা/প্রদানঃ

বিবরণ	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
আবগারী শুল্ক	৪৭২৯	৪৮৭৬	৫৩৪৪	৫৭১১	৬১০৩	৫৮১২	৫৬৩৯	৫৩৩৯	৫৪৩২	৬,১৯৬.৪৭
মূল্য সংযোজন কর	১৪০	১৬৮	২১৪	৩০০	৭৫২	৮১৩	৭৭২	৮৩৪	৭৫০	৮৮৪.৪৭
আয়কর	৯৮	৫২০	৫৭৫	৭৬২	৮৩৭	৪৮৯	১৪৫	২০৫	২৫৯	২৯৬.৫৪
মোট	৪৯৬৭	৫৫৬৪	৬১৩২	৬৭৭২	৭৬৯২	৭১১৩	৬৫৫৬	৬৩৭৮	৬৪৪১	৭,৩৭৭

(ঊৎৎড়ৎ! টহশহড়হি ংরিঃপয ধৎমঁসবহঃ.)

চিনি কলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

- ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চিনি কারখানাটির যন্ত্রপাতি পুরাতন প্রযুক্তির। দীর্ঘ ব্যবহারে যন্ত্র-যন্ত্রাংশের ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মেরামত করে সচল রাখা হলেও অধিকাংশ যন্ত্র-যন্ত্রাংশের স্পেয়ার সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে জ্বালানী খরচ বেশী। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেশী হচ্ছে, তথাপিও ব্রেক ডাউন/অপচিত সময়ের পরিমান বেশী। জনবলও তুলনামূলক ভাবে বেশী প্রয়োজন হয়। ফলে চিনি উৎপাদন ব্যয় বেশী।

বর্তমান চিনিকল সমূহের আধুনিকায়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনাসহ উপস্থাপন করুন।

- ৭৩ বছরের পুরাতন চিনি কারখানাটির পূনর্বাসন, বিদ্যমান মাড়াই ও উৎপাদন ক্ষমতা পূনরুদ্ধার করা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া করণে ক্ষতির পরিমান হ্রাস করণে মাড়াই ও প্রক্রিয়া করণ যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন করণের লক্ষ্যে মোট ৪৬৫৭.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলছে। বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কাজ করছে। অদ্যাবধি ৭৪.৫৪% আর্থিক অগ্রগতি ও ৯০% ভৌত অগ্রগতি সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে একটি পুর্ণাঙ্গ মিল হাউজ স্থাপন সহ আরো বেশ কিছু যন্ত্র-যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ (১ম সংশোধিত) সর্বমোট ১০২২১.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যার মধ্যে জিওবি ৯২২১.৩৮ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ১০০০.০০ লক্ষ টাকা গত ০৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে একনেক এর ১৩তম সভায় অনুমোদন হয়েছে। এর বাস্তবায়ন হলে আগামীতে চিনি কারখানাটি নবজীবন লাভ করবে। যার দ্বারা আখচাষী, শ্রমিক কর্মচারী সহ চিনিকলটির এলাকার আপামর জনসাধারণ উপকৃত হবে।

পরিবেশ সুরক্ষায়

চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কিকি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

- অত্র প্রতিষ্ঠানের মিল ক্যাম্পাসের ভিতর দুটি মজা পুকুর সংস্কার করে বাণিজ্যিক ভাবে মাছ চাষ করা হচ্ছে।
- পরীক্ষামূলক খামারে ফলদ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের ১ টি নার্সারী করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নার্সারীর পরিধি আরো বৃদ্ধি করা হবে।
- চিনি কারখানার বর্জ্য ফিল্টার মাড ও ডিষ্টিলারী ইফ্লুয়েন্ট স্পেন্টওয়াস দ্বারা জৈব সার তৈরীর জন্য সরকারী আর্থিক সহায়তায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ এ কেরুজ জৈব সার কারখানা ২০১২ সালে স্থাপিত হয়। কারখানাটি স্থাপিত হওয়ায় কেরুজ ডিষ্টিলারীর সম্পূর্ণ স্পেন্টওয়াস এখানে ব্যবহার হচ্ছে এবং মূল্যবান পরিবেশ বান্ধব জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে। কেরুজ জৈব সার কারখানাটি কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ এর বর্জ্য শোধনাগার হিসেবেও কাজ করছে। এই অভূতপূর্ব কারখানাটি স্থাপন করে একদিকে যেমন পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ করছে সেই সাথে বিনামূল্যে ‘র’ ম্যাটেরিয়াল দিয়ে মূল্যবান জৈব সার উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছে। অপর দিকে জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা সহ জৈব পদার্থের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।
- চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ৫০০টি ভিয়েতনামী নারিকেল চারা, ৩৪০০টি বিভিন্ন জাতের আম ও লিচুর চারা ও ১৫০০টি মেহগনি চারা রোপন করা হয়েছে।

- সরকারি ভাবে মন্ত্রণালয়েল মাধ্যমে ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ETP স্থাপনের জন্য BTRC, BUETকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। BUET এর পরামর্শ মোতাবেক ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ETP স্থাপনকল্পে ড্রয়িং, ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । তারই কার্যক্রম হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা BUET এর প্রতিনিধি মারফত ২/৩ বার সংগ্রহ করা হয়েছে এবং উহার এ্যানালাইটিক্যাল ডাটা বিশ্লেষনের কাজ চলছে। উক্ত ডাটা এ্যানালাইটিক্যাল পর ETP এর ড্রয়িং ও ডিজাইন পাওয়া গেলে জরুরী ভিত্তিতে ETP

স্থাপনের কাজ শুরু হবে। অত্র কোম্পানীর সুগার ও ডিস্টিলারী কারখানার সৃষ্ট তরল বর্জ্য আরসিসি পাইপ লাইনের মাধ্যমে পুরাতন ৩টি লেগুনের পাশাপাশি আরও ১টি নতুন লেগুন তৈরী করে সংরক্ষণ করা হয়।

(ঊৎৎড়ৎ! টহশহড়হি ংরিঃপয ধৎমঁসবহঃ.)